মোহাম্মদ ভালুক!!

বাংলাদেশে ইসলামী মৌলবাদীদের দ্বারা ‘‘মোহাম্মদ বিড়াল’’ নাটকের সফল মঞ্চায়ন শেষ হতে না হতেই সুদানের ইসলামী মৌলবাদীদের দ্বারা মঞ্চায়িত হচ্ছে আরেক নাটক।এবারের নাটকের নাম ‘‘মোহাম্মদ ভালুক ’’!! মুসলমানদের বিখ্যাত ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার জন্যে বাংলাদেশে বলির পাঠা হতে হয়েছিল কার্টুনিষ্ট আরিফকে আর সুদানে নিরীহ এই বেচারির নাম জিলিয়ান গিবওনস (Gillian Gibbons) । ৫৪ বছর বয়স্কা, দুসন্তানের জননী ব্রিটিশ এই শিক্ষিকাকে ঘিরে সুদানের কি নাটক হচ্ছে তাই এখন শুনা যাক।

Gillian Gibbons

জিলিয়ান ক্যারিয়ারের সমস্তটাই প্র ায় ব্যায় করেছেন লিভারপুলে প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা করে। জিলিয়ান খার্তুমে আসেন গত আগষ্ট মাসে এবং গত ৩ মাস যাবৎ খার্তুমে ‘‘ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিটি হাই স্কুল’’ নামের একটি স্কুলে কাজ করে আসছিলেন। স্কুলের একটি ক্লাশের বাচ্চাদের ভালুক ও তাদের আচরন সম্পর্কে জানাবেন তিনি,তাই ঐ ক্লাশের সাত বছরের এক ছাত্রী একটি ‘‘টেডি বিয়ার’’ স্কুলে এনেছিল। ছাত্র-ছাত্রীরা পালা ক্রমে ‘‘টেডি বিয়ারটি’’ তাদের বাড়িতে নিয়ে যাবে এবং হোম ওয়ার্ক করবে এবং ভালুকদের সম্পর্কে জানবে,এই নিদোর্ষ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই জিলিয়ান ‘‘টেডি বিয়ারটির ’’ একটি নাম দেবার উদ্যোগ নেন। নাম নির্বাচনের জন্যে জিলিয়ান শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি ভোটের ব্যবস্থা করেন। শিক্ষার্থীরা প্রাথমিকভাবে ৩টি নাম নিবার্চিত করে। নাম তিনটি হলোঃ- আবদুললাহ, হাসান ও মুহাম্মদ। ক্লাশের ২৩ জন শিক্ষার্থীর ২০ জনের ভোটে মুহাম্মদ নামটি নির্বাচিত হয়। শিশুদের শিক্ষিকা পালা ক্রমে টেডি বিয়ারটি বাড়িতে নিয়ে যেতে বলেন এবং তাদের আচার আচরন সম্পর্কে ‘‘MY name is Mohammed’’ এই শিরোনামে হোম ওয়ার্ক লিখতে বলেন। বেচারি জিলিয়ান!! খেলনা ভালুকের এই নিদোর্ষ নাম করণ যে জিলিয়ানের জীবনে এতো বড় অভিশাপ হয়ে আসবে তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। জানলে তিনি টেডি বিয়ারের নাম করণ তো দূরে থাক সুদানই কখনো যেতেন না হয়তো। যথারিতী কাঠ মোল্লারা জেহাদি জোসে রাস্তায় নেমে আসে এবং ‘‘ইসলাম অবমাননার’’ দায়ে জিলিয়ানের মৃত্যু দাবী করে। স্কুলটি মুসলিম মৌলবাদীদের হামলার আশংকায় জানুয়ারি মাস পর্যন্ত বন্ধ ঘোষনা করা হয়েছে। পুলিশ কতিপয় অভিবাবকের অভিযোগের ভিত্তিতে গত রবিবার তাকে আটক করে। রাজধানী খাতু র্মের এক পুলিশ ষ্টেশনে আটক করে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ‘‘ইসলাম অবমাননার’’ দায়ে। সুদানি মিডিয়া সেন্টারের ওয়েব সাইট যেটি সুদানের ধমীর্য় রক্ষনশীল ইসলামি সরকারের সহযোগী মুখপাত্র হিসেবে কাজ করে,তারা বলেছে গেলিয়ান গিবনসকে ‘‘faith and religion’’ আইনের আওতায় বিচার করা হবে। এক্ষেত্রে তিনি যদি বিচারে দোষী বিবেচিত হোন তবে তার শাস্তি হবে ছয় মাসের জেল অথবা ৪০ চাবুকাঘাত!!

মজার ব্যাপারটি হলো নাম নির্বাচনে জুলিয়ানের কোন ভূমিকাই ছিল,তা পুরোটাই হয় ৬-৭ বছর বয়সি সেই শিশুদের অংশ গ্রহণে। যে ছাত্রটি মোহাম্মদ নামটি উত্থাপন করেছিল তার নামই মোহাম্মদ।সে বাচ্চা ছেলেটি পরে সাংবাদিকদের বলেছে,সে চেয়েছিল তার নামে '' টেডি বিয়ারের'' নাম হোক। বাচ্চাটি মহানবীর কথা মাথায় রেখে নাম দেয় নি।

১৪০০ বছর আগে রোপনকৃত ''ইসলাম''নামক বিষ বৃক্ষের ফল আজ এতই বিষাক্ত হয়ে গেছে যে, তা অধিক ভক্ষণকারী মুসলমানদের বিচার বুদ্ধি লোপ পেয়ে ''ধর্মানুভূতি''নামের একটা কাল্পনিক শিঙ্গের উদ্ভব হয়েছে। কারণে আকারণে তাদের এই শিং আঘাত প্র াপ্ত হয়!! আশার কথা হলো ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রী পর্যন্ত জিলিয়ানের মুক্তির দাবি জানিয়েছেন এবং তার মুক্তির জন্যে চেষ্ঠা চালিয়ে যাচ্ছেন। আশা করি সকল বিপদ কাটিয়ে জিলিয়েন খুব তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবে। ফিরে আসবেন তার প্রিয় কচি কাঁচা শিক্ষার্থীদের মধ্যে, যাদের শিক্ষা দানে তিনি তার জীবনকে করেছেন নিবেদিত।

জাহিদ-রাসেল
jahid_humanist@yahoo.com